BANGLADESH
HEALTH WATCH

২৮ মার্চ ২০২১

অধ্যাপক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশিদ আলম
মহাপরিচালক, স্বাস্থ্যসেবা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিষয়: অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকা (এজেডডি১২২২) টিকার দুই ডোজের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সময় তিন মাস নির্ধারণ করার জন্য সুপারিশ।

জনাব মহাপরিচালক মহোদয়,

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ (বিএইচডব্লিউ) একটি নাগরিক সংগঠন। এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছে দেশের জনস্বাস্থ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রথিতযশা ব্যক্তিদের নিয়ে। এর উদ্দেশ্য হল, বাংলাদেশের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে অন্যদের সাথে মিলে সরকারকে বাস্তব তথ্যনির্ভর নীতি প্রণয়নে সহায়তা করা। বিএইচডব্লিউ-এর একটি টেকনিক্যাল কমিটি কোভিড-১৯ টিকাদানের সাথে যুক্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষভাবে কাজ করছে। এই কমিটিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ড. এ এম জাকির হোসেন, সাবেক পরিচালক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশ সরকার এবং সাবেক আঞ্চলিক উপদেষ্টা, সিয়ারো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

বৈশ্বিক পর্যায়ে সম্মানিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রাজেনেকা এজেডডি১২২২ টিকা বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণাপত্র পর্যালোচনার ভিত্তিতে আমরা দুই ডোজ টিকার মধ্যবর্তী ব্যবধানের সময় হিসেবে বর্তমানে পরিকল্পিত আট সপ্তাহ বা দুই মাস পরিবর্তন করে তিন মাস নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। আমাদের সুপারিশের পক্ষে যুক্তিসমূহ নিচে উল্লেখ করা হল:

১. **দ্য ল্যানসেট** (৬ মার্চ ২০২১) পত্রিকায় প্রকাশিত ৭১ জন বিজ্ঞানীর একটি প্রবন্ধে দেখা যায় যে, এজেডডি১২২২ টিকার দুই ডোজের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সময় যাদের বেশি থাকে তাদের মধ্যে টিকার কার্যকারিতা বেশি হয় (১২ সপ্তাহের ব্যবধানে যারা টিকা নিয়েছেন তাদের মধ্যে টিকার কার্যকারিতা ৮১.৩%, এবং ছয় সপ্তাহের কম ব্যবধানে টিকা গ্রহীতাদের মধ্যে টিকার কার্যকারিতা ৫৫.১%)।

২. যুক্তরাজ্য, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় তিন মাস ব্যবধানে এজেডডি১২২২ টিকা প্রদানে ব্রিটিশ সরকারের সিদ্ধান্তের সমর্থনে টিকা গ্রহণকারী ১৭,১৭৭ জনের তথ্যের উপর **ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল**-এ একটি রিভিউ পত্র প্রকাশিত হয়। সেখানে দেখা যায়, যথাযথ মানের একটি ডোজ গ্রহণ করার প্রথম ৯০ দিন পর কোভিড-১৯ লক্ষণের বিরুদ্ধে ৭৬% সুরক্ষা দেয়। এটি ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং ইবোলা (এগুলিও আরএনএ ভাইরাস) টিকাভিত্তিক পূর্ববর্তী গবেষণার ফলাফলের সাথে মিলে যায় অর্থাৎ, টিকার মধ্যবর্তী সময় বাড়লে টিকার কার্যকারিতা বাড়ে।

৩. যুক্তরাষ্ট্রের ২১ জন বিজ্ঞানী দেখেছেন যে, স্পাইক-স্পেসিফিক মেমোরি বি লিম্ফোসাইট কোষ (বি টাইপ শ্বেত রক্তকণিকা, যা এন্টিবডি সৃষ্টি করে) সংক্রমণ-পরবর্তী এক মাসের (টিকার একটি ডোজ গ্রহণের মতোই) তুলনায় ছয় মাসে অধিকতর শক্তিশালী হয়। সার্স-কোভ-২--স্পেসিফিক সিডি৪+ টি লিম্ফোসাইট কোষ (টি টাইপ শ্বেত রক্তকণিকা অথবা সহায়ক কোষ, যা বি কোষকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টিতে সক্রিয় হতে সহায়তা করে) এবং সিডি৮+ টি লিম্ফোসাইট কোষ (টি টাইপ শ্বেত রক্তকণিকা, যা সাইটোটক্সিক কোষ

হিসেবে কাজ করে, যেমন আক্রান্ত কোষকে মেরে ফেলে) এর কার্যকাল তিন থেকে পাঁচ মাসে অর্ধেকে নেমে আসে, এ থেকে বোঝা যায় যে, একটি বুস্টার ডোজ, যেমন টিকার দ্বিতীয় ডোজ, কোষ-সংশ্লিষ্ট প্রতিরোধ শক্তির মাঝামাঝি সময়ে (যেমন, তিন মাসে) অধিকতর ভালভাবে কাজ করবে। এই প্রবন্ধটি মর্যাদাবান জার্নাল **সাইন্স**-এ গত ৬ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

৪. তিন মাসের ব্যবধান একটি ভাল কৌশল, যার ফলে আরও বেশি মানুষ আরও দ্রুত টিকা গ্রহণের মাধ্যমে সুরক্ষা পেতে পারবে। এমনকি শুধুমাত্র একটি ডোজ গ্রহণ করার মাধ্যমেও মানুষের মধ্যে মারাত্মক সংক্রমণ এবং সংক্রমণ বিস্তারের ঝুঁকি হ্রাস পাবে।

উল্লেখিত বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন বিজ্ঞানীর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের টেকনিক্যাল কমিটি এজেডডি১২২২ টিকার দুই ডোজের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সময় তিন মাস নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনার জন্য মহাপরিচালক, স্বাস্থ্যসেবা-এর নিকট বিনীত অনুরোধ করছে। এখানে উল্লেখকৃত তিনটি প্রবন্ধ আপনার সদয় অবগতির জন্য সংযুক্ত করা হল।

ড. মোশতাক চৌধুরী
আহ্বায়ক, বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ

অনুলিপি, সদয় অবগতির জন্য:

১. সচিব, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. মাননীয় মন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়
৩. অধ্যাপক ডা. মিরজাদী সেব্রিনা ফ্লোরা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), ডিজিএইচএস, মহাখালী, ঢাকা
৪. অধ্যাপক ডা. তাহমিনা শিরিন, পরিচালক, আইইডিসিআর, ডিজিএইচএস, মহাখালী, ঢাকা
৫. ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সভাপতি, বিএমএ
৬. অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সালান, সভাপতি, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ, বিএসএমএমইউ
৭. অধ্যাপক মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ, হেড, ন্যাশনাল টেকনিক্যাল এডভাইজারি কমিটি অন করোনা ভাইরাস, এবং প্রেসিডেন্ট, বিএমডিসি
৮. অধ্যাপক ডা. নজরুল ইসলাম, সাবেক উপাচার্য, বিএসএমএমইউ
৯. অধ্যাপক ডা. মাহমুদুর রহমান, সাবেক পরিচালক, আইইডিসিআর
১০. অধ্যাপক ডা. সাইদুর রহমান খসরু, অধ্যাপক এবং প্রধান, ফার্মাকোলজি বিভাগ, বিএসএমএমইউ
১১. ডা. তাহমিদ আহমেদ, নির্বাহী পরিচালক, আইসিডিডিআর,বি, ঢাকা
১২. ডা. এ কে এম জাকির হোসেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসালট্যান্ট, এবং সাবেক পরিচালক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ডিজিএইচএস
১৩. ডা. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট এবং হেড অব ভায়রোলজি ল্যাবরেটরি, সংক্রামক রোগ বিভাগ, আইসিডিডিআর,বি, মহাখালী, ঢাকা
১৪. ডা. রুবানা রাকিব, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, এনটেরিক এন্ড রেসপিরেটরি ইনফেকশন, সংক্রামক রোগ বিভাগ, আইসিডিডিআর,বি, মহাখালী, ঢাকা
১৫. জনাব মাহফুজ আনাম, সম্পাদক, ডেইলি স্টার
১৬. ব্যারিস্টার রেশমা ইমাম, ম্যানেজিং পার্টনার, আখতার ইমান এন্ড এসোসিয়েটস
১৭. জনাব মালেকা বানু, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ